ইউনিট ৬

যীশুর অলৌকিক কাজ

ভূমিকা

প্রভু যীশু খ্রীস্ট ত্রিশ বৎসর থেকে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর কার্যকাল ছিল মাত্র সাড়ে তিন বৎসর। এ কয়েকটি বৎসরে এ পৃথিবীতে থেকে অনেক আশ্চর্য কাজ করেগেছেন। ঈশ্বর মানুষের পাপের মুক্তির জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যীশুকে মনুষ্য পুত্র রূপে এ জগতে পাঠিয়েছেন যেন তিনি বিশ্বস্তভাবে পিতার কাজ সমাপ্ত করেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর সমবেদনা, সহমর্মিতা। অভাবী, দুঃখী, নিপীড়িত, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, ভূত গ্রস্থ, পক্ষাঘাতীদের সুস্থ করেছেন এমনকি মৃতকে জীবন দিয়েছেন। যীশু খ্রিস্ট মানুষের মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতায় আন্তরিক ভাবে সহভাগীতার হাত বাড়িয়ে সুস্থ করেছেন। তিনি তাঁর স্নেহময় ও স্বান্তনার কোমন হাত, মমতা ভরা স্পর্শ ও শক্তিশালী বাক্য কন্দের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতেন। আত্মিক সুস্থতাই প্রভূ যীশুর প্রধান উদ্দেশ্য যেন মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়। তিনি সবকিছু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করেছেন যেন মানুষ ও ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। তিনি এ আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে মনুষ্য পুত্রের পাপ করার ক্ষমতা আছে। নিচের পাঠগুলোতে যীশু খ্রীস্ট যে সকল আশ্চর্য কাজ করেগেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান, অন্ধকে দৃষ্টিদান, পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে সুস্থ করেন ও পাপ ক্ষমা করেন, দশজন কুষ্ঠীকে শূচি করেন। যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবিত করেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে পাঁচটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৬.১ পাঁচ হাজার লোককে আহার দান
পাঠ- ৬.২ অন্ধ লোকদের দৃষ্টিদান
পাঠ- ৬.৩ পক্ষাঘাত গ্রস্থ লোক
পাঠ- ৬.৪ যীশু দশজন কুষ্ঠীকে শূচি করেন
পাঠ- ৬.৫ যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবন দান

পাঠ ৬.১

পাঁচ হাজার লোককে আহার দান (মথি ১৪: ১৩-২১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশু কিভাবে পাঁচ হাজার লোককে আহার দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি যীশুর মমতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- সামান্য কিছু খ্রীস্টের কাছে সমর্পণ করলে তিনি আশীর্বাদে পূর্ণ করেন ও উপচয় দেন সে বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

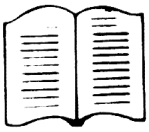

যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যুর পর শিষ্যরা এসে তার দেহটি নিয়ে কবর দিলেন। পরে যীশুর কাছে এসে যোহনের মুত্যুর খবর দিলেন। এ সংবাদ শুনে যীশু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পরে তিনি সেখান থেকে নৌকায় করে এক নিরিবিলি জায়গায় গেলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা এসে যীশুর খোঁজ করতে লাগল। তাঁর খোঁজ পেয়ে হাটা পথে যীশুর কাছে এসে ভীড় করল। তখন যীশু নৌকা থেকে নেমে বিরাট জনতার সামনে দাঁড়ালেন। ভীড়ের মধ্যে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অসহায় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের দেখে যীশুর মমতা হল। তিনি তাদের রোগ ব্যাধি সারিয়ে তোলেন। এছাড়া সমবেত লোকেরা সারাদিন ধরে যীশুর উপদেশ শুনল।

বেলা শেষ হয়ে এলে যীশুর শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, জায়গাটা নির্জন বেলাও গেছে এত লোক এদের বিদায় করে দিন যেন তারা আশ-পাশের গ্রামে গিয়ে খাবার কিনতে পারে। তখন যীশু শিষ্যদের বললেন, "তাদের খাবার দরকার নেই, তোমরাই এদের খেতে দাও"। তখন শিষ্যরা বললেন, "আমাদের এখানে পাঁচ খানা রুটি ও দু'টি মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই"। যীশু আবার বললেন, "সেগুলো আমার কাছে আন"। পরে তিনি লোকদের ঘাসের উপর বসিয়ে দিতে বললেন। এরপর তিনি পাঁচখানি রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। পরে রুটি ও মাছ কখানি ভেঙ্গে ভেঙ্গে শিষ্যদের দিলেন। শিষ্যরা সকল লোকদের মধ্যে সে খাবার বিতরণ করলেন। আহারের পর শিষ্যরা যে টুকরোগুলো পরে রইল সেগুলো তুলে নিলেন। আর তাতে বার ঝুড়ি পূর্ণ হল। যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছেলে মেয়ে ছাড়া অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু সংবাদের পর কি করলেন?
(ক) কাঁদলেন
(গ) কবর দেখতে গেলেন
(খ) ঘুমালেন
(ঘ) দুঃখিত হলেন

২. যীশু কয়টি রুটি ও কয়টি মাছ দিয়ে লোকদের খাইয়েছিলেন?
(ক) ৬টি রুটি ও ৩টি মাছ
(গ) ৩টি রুটি ও ৩টি মাছ
(খ) ৪টি রুটি ও ৩টি মাছ
(ঘ) ৫টি রুটি ও ২টি মাছ

৩. যীশু রুটি ভাঙ্গার পূর্বে কি করলেন?
(ক) শিষ্যদের ধন্যবাদ দিলেন
(গ) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন
(খ) লোকদের ধন্যবাদ দিলেন
(ঘ) জনতাকে ধন্যবাদ দিলেন

৪. মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া কতজন পুরুষ উপস্থিত ছিল?
(ক) এক হাজার
(গ) পাঁচ হাজার
(খ) তিন হাজার
(ঘ) চার হাজার

৫. আহারের পর কত ঝুড়ি খাবার সংগ্রহ করা হল?
(ক) ১২ ঝুড়ি
(গ) ১৫ ঝুড়ি
(খ) ১০ ঝুড়ি
(ঘ) ৬ ঝুড়ি

পাঠ ৬.২

অন্ধলোকদের দৃষ্টিদান (মতি ৯:২৭-৩১ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অন্ধলোকেরা কিভাবে দৃষ্টি লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- যীশুর উপর বিশ্বাস করলে যে সুস্থতা লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুস্থতা লাভের অনুভূতি অনুভব ও প্রকাশ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

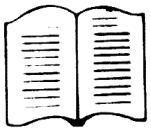

যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের ঘটনা যিরূশালেমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে তিনি প্রদররোগগ্রস্থ স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন। তারপর অধ্যষের কন্যাকে জীবিত করেন। অধ্যাষের বাড়ি থেকে যখন তিনি প্রস্থান করেন দুইজন অন্ধ তার পেছন পেছন চলল। তাদের প্রাণের আশা ও বিশ্বাস যে যীশুর কাছে বলতে পারলে অবশ্যই তারা দেখতে পাবে। তাই তারা উচ্চ স্বরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "জে দায়ূদ সন্তান আমাদের প্রতি দয়া করুনঃ। তখন যীশু একটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। অন্ধেরাও তার পেছন পেছন সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করল। তখন যীশু তাদের অন্তরের ভাব বুঝতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি বিশ্বাস কর যে আমি ইহা করতে পারি"? অন্ধরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ প্রভু।" তখন যীশু তাদের হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস দেখে তাদের চোখ স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক। সেই মুহূর্তে তাদের চোখ খুলে গেল। তারা দেখতে পেলেন, "যীশু তাদের বললেন যে, তোমরা যে সুস্থ হয়েছ কেউ যেন জানতে না পারে। কিন্তু তারা এত আনন্দিত হয়েছিল যে বাইরে গিয়ে সেই দেশের সমস্ত জায়গায় যীশুর আশ্চর্য কাজের কথা প্রকাশ করে দিল"।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. অন্ধেরা যীশুকে দেখে কি বলে চেচিয়েছিল?
(ক) হে প্রভু দয়া করুন
(খ) যীশু আমাদের ভাল করুন
(গ) হে দাযূদ সন্তান আমাদের প্রতি দয়া করুন
(ঘ) হে মনুষ্য পুত্র আমাদের প্রতি দয়া করুন

২. যীশু অন্ধদের হৃদয়ে কি দেখে সুস্থ করেন?
(ক) ভালবাসা
(গ) আকাংখা
(খ) সরলতা
(ঘ) বিশ্বাস

৩. যীশু অন্ধদের চোখ স্পর্শ করে কি বললেন?
(ক) তোমাদের আশা মত ভাল হোক
(খ) চোখের আঁশ পরে যাক
(গ) ইফফাতা খুলিয়া যাউক
(ঘ) তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হোক

পাঠ ৬.৩

পক্ষাঘাত গ্রস্থ লোক (মথি-৯:১-১৮ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশু একজন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেন এ ঘটনা বলতে পারবেন;
- যীশুর পাপক্ষমা করার ক্ষমতা আছে এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- পাপ থেকে মুক্তি লাভের গভীর আনন্দ ও অনুভূতি সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

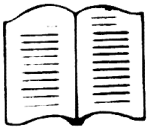

একদিন যীশু নৌকায় উঠে সাগর পাড় হয়ে নিজের শহর অর্থাৎ নাসরত নগরে ফিরে এলেন। তখন কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাত রোগীকে বহন করে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। তখন যীশু সেই লোক যারা তাকে কষ্ট করে বহন করে নিয়ে এলেন তাদের অন্ রের বিশ্বাস দেখলেন। যীশুর অন্তরে মমতা হলো। তিনি সেই পক্ষাঘাত গ্রস্থ রোগীকে বললেন, "তুমি সাহস কর", "তোমার পাপ ক্ষমা হল"।

সেখানে কয়েকজন অধ্যাপক অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা মনে মনে ভাবছেন এ কেমন কথা, "এ ব্যক্তি ঈশ্বর নিন্দা করছেন", ঈশ্বরকে অপমান করছেন"। যীশু সর্বজ্ঞ, সকলের মনের কথা বুঝতে পারেন তাই তিনি বললেন, "তোমরা মনে মনে কেন কুচিন্তা করছ? কোনটা বলা সহজ? তোমার পাপ ক্ষমা হইল বলা, না তুমি উঠিয়া বেড়াও বলা"। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন যে, পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা একমাত্র মনুষ্য পুত্রের আছে। তারপর তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বললেন, "উঠ তোমার বিছানা তুলে নিয়ে ঘরে চলে যাও"। তখন পক্ষাঘাতী আনন্দ করতে করতে হেঁটে হেঁটে নিজের বাড়িতে চলে গেল। এ ঘটনা দেখে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলে ভীত ও আশ্চর্য হল। বলতে লাগল ঈশ্বর মনুষ্য পুত্রকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন? পরে সকলে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কারা পক্ষাঘাত গ্রস্থ রোগীকে যীশুর কাছে বহন করে আনলেন?
(ক) চারজন শিষ্য
(খ) অধ্যাপকেরা
(গ) কয়েকজন লোক
(ঘ) পাঁচজন বাহক

২. পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার ও ক্ষমতা কার আছে?
(ক) ঈশ্বর সকল মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন
(খ) ঈশ্বর অধ্যাপক ও ফরিশীদেরও এ ক্ষমতা দিয়েছেন
(গ) ঈশ্বর সকল ধার্মিক ব্যক্তিদের এ ক্ষমতা দিয়েছেন
(ঘ) ঈশ্বর মনুষ্য পুত্রকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন

পাঠ ৬.৪

যীশু দশজন কুষ্ঠীকে শুচি করেন (লূক- ১৭:১১-১৯)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশু কিভাবে দশজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একজন কুষ্ঠীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- সমস্ত আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে সে বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং প্রতিদিন ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ প্রকাশ করবেন এবং
- অসুস্থ ও পীড়িতদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রকাশ করবেন।

বিষয়বস্তু

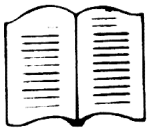

একদিন যীশু তার শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে শমরীয়া ও গালীল প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে তারা যিরূশালেমে যাবেন। পথিমধ্যে যখন তারা এক গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন যে দশজন কুষ্ঠী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ সে সময়ে লোকদের ধারণা ছিল যে কুষ্ঠরোগ হল পাপের ফল। রোগটি সংক্রামক ও বংশগত। তখনকার আইন অনুসারে সবাই তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। সমাজের চোখে তারা ছিল অশুচি। মা,বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনের সাথে বাস করতে পারত না। তাই তারা দূর থেকে যীশুকে দেখে উচ্চস্বরে বলল, "যীশু নাথ, আমাদের প্রতি দয়া করুন"। তাদের দেখে যীশুর খুব মমতা হল। যীশু বললেন, "যাও যাজকদের নিকটে গিয়ে আপনাদের দেখেও"। সে সময়ে তাদের আইন ছিল যে, যাজকের কোন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ বলে ঘোষণা করলে তারা বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে পারত। তারা যীশুর কথা বিশ্বাস করে পথে যেতে যেতে সুস্থ হল। তাদের মধ্যে একজন ছিল শমরীয় সে নিজেকে সুস্থ দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যীশুর কাছে ফিরে এল। যীশুর চরণে উবুড় হয়ে পড়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। যীশু দুঃখ করে তাকে বললেন, "দশজনে কি সুস্থ হয়নি, তবে আর নজন কোথায়"? যীশু আরও বললেন, "একজন ভিন্নজাতি ছাড়া ঈশ্বরের গৌরব করবার জন্য কেউ ফিরে এল না"। যীশু একথা বললেন কারণ অন্য সব কুষ্ঠী জাতিতে যিহুদী ছিল কিন্তু সে শুধু জাতিতে শমরীয়। যাদের সকল যিহুদীরা ঘৃণা করত। পরে যীশু তাকে বললেন উঠ চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।

টীকা: [ম্যাপ দেখবেন]

শমরীয়: গালীল প্রদেশ ও যিহুদী প্রদেশের মাঝখানে শমরীয় দেশ অবস্থিত। এদেশে যারা বাস করেন তাদের শমরীয় বলা হয়। যীশুর সময়ে যিহুদী জাতি শমরীয় জাতিদের ছোট জাত বলে ঘৃণা করত। অস্পৃশ্য বলে মনে করত। এমনকি তাদের স্পর্শ করলে অশুচি হত। পরে স্নান করে করে শুচি হত। যিহুদীরা কোন সময় তাদের দেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করত না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৬.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু শিষ্যদের নিয়ে কোন দেশের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন?
(ক) যিহুদীয়া
(খ) গালীল
(গ) শমরীয়া
(ঘ) যিরূশালেম

২. তারা কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন?
(ক) যিহুদীয়া ও যিরুশালেম
(খ) শমরীয়া ও গালীল
(গ) কফরনাহূম ও কান্নানগর
(ঘ) কৈসরিয়া ও তিবেরীয়া

৩. কেন দশজন কুষ্ঠরোগী নগরের বাইরে ছিল?
(ক) ভিক্ষা করবার জন্য
(খ) হাটতে কষ্ট হত তাই
(গ) গায়ে গন্ধ ছিল
(ঘ) যিহুদী জাতির নিয়ম

৪. কয়জন কুষ্ঠী যীশুর কাছে ধন্যবাদ দিতে ফিরে এল?
(ক) দশজন
(খ) পাঁচজন
(গ) একজন ওনা
(ঘ) একজন

৫. যে কুষ্ঠীরোগী ফিরে এল সে কোন জাতীয় ছিল?
(ক) যিহুদী
(খ) শমরীয়া
(গ) গলিলীয়
(ঘ) রোমীয়

পাঠ ৬.৫

যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবন দান (মার্ক- ৫:২১-২৪ ও ৩৫-৪৩ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশু একজন মৃত বালিকাকে জীবন দান করেন এ সম্বন্ধে ঘটনাটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সমাজ অধ্যক্ষ যায়ীদের বিশ্বাস ও নম্রতার প্রকাশের গভীরতা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারবেন এবং
- মৃত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করার ক্ষমতা একমাত্র প্রভু যীশুর আছে এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

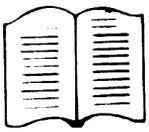

যীশু দিকাপলি নামক স্থান থেকে অনেক আশ্চর্য কাজ এবং প্রচার করেছিলেন। পরে তিনি সেখান থেকে নৌকা যোগে পার হয়ে এলেন। অনেক লোক নদী তীরে যীশুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর সেখানে যায়ীর নামে সমাজ অধ্যক্ষদের মধ্যে একজনও যীশুর অপেক্ষা করছিলেন। কারণ তার কন্যাটি অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। তার ইচ্ছা ছিল যেন তিনি যীশুকে তার গৃহে নিয়ে যান। কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে যীশু যদি তার মেয়েকে স্পর্শ করেন তবে অবশ্যই তার মেয়ে সুস্থ হবে। যীশুকে দেখা মাত্র যায়ীর যীশুর চরণে উপুড় হয়ে পড়ে বিনীত করে বললেন, "আমর মেয়েটি মারা যায় আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন যেন সে সুস্থ হইয়া বাঁচে"। তখন যীশু যায়ীরের সঙ্গে চললেন। সঙ্গে অনেক লোক যীশুর পেছন পেছন চললেন ও যীশুর উপর চাপাচাপি করে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে বার বছরের এক প্রদর রোগ গ্রস্থ রোগী বিশ্বাসে যীশুর অজান্তে কাপড় স্পর্শ করলেন যেন সুস্থ হতে পারেন। তার গভীর বিশ্বাসে যীশুর শক্তি তার শরীরে প্রবাহিত হল তিনি সুস্থ হলেন। তখন যীশু তাকে বললেন, "হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল। শান্তিতে চলিয়া যাও ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত থাক"।

একথা বলার পর সমাজ অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে কয়েকজন লোক এসে তাকে খবর দিলেন যে তার কন্যাটি মরে গেছে। গুরুকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। যীশু এ কথা শুনে যায়ীরকে বললেন, "ভয় করো না, কেবল বিশ্বাস কর"। পরে যীশু পিতার, যাকোব ও তার ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে যায়ীরের বাড়িতে আসলেন। এসে দেখলেন বাড়ির ভেতরে লোকেরা অতিশয় রোদন ও দুঃখ প্রকাশ করছে। যীশু ভেতরে গিয়ে বললেন, "তোমরা কোলাহল ও রোদন করছ কেন? বালিকাটি মরেনি ঘুমিয়ে আছে। একথা শুনে আশে পাশে যারা ছিল তারা উপহাস করতে লাগলেন। তখন যীশু সমস্তলোককে বের করে দিয়ে শুধু পিতা-মাতা এবং তিনজন শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরে যীশু বালিকাটির হাত ধরে বললেন,

"টালিথাকুমী" অনুবাদ করলে এর অর্থ হল, এই বালিকা, তোমাকে বলিতেছি উঠ"। এ কথা বলার সাথে সাথে বালিকাটি উঠে বেড়াতে লাগল। কারণ তার বয়স ছিল বার বৎসর। এ আশ্চর্য কাজ দেখে যায়ীরের সাথে সাথে সকলে চমৎকৃতি হলেন। পরে যীশু কন্যাটিকে কিছু আহার দিতে বললেন এবং সকলকে দৃঢ় আদেশ দিলেন যেন এ ঘটনার কথা কেহ জানতে না পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন জায়গা থেকে যীশু পুনরায় নৌকা করে পার হলেন?
(ক) দামেস্ক (খ) টেসরিয়া
(গ) শমরীয়া (ঘ) দিকাপলি

২. যায়ীর কে ছিলেন?
(ক) একজন ফরিসী (খ) শমরীয়
(গ) লেবীয় (ঘ) অধ্যাপক

৩. পথে চলতে চলতে কাকে তিনি সুস্থ করলেন?
(ক) প্রদর রোগ গ্রস্থ স্ত্রীলোক
(খ) আটত্রিশ বৎসরের পক্ষাঘাতী
(গ) পিতরের শাশুড়ী
(ঘ) অন্ধবরতীময়

৪. যখন লোকেরা এসে যায়ীরকে সংবাদ দিলেন যে কন্যাটি মরে গেছে তখন যীশু যায়ীরকে কি বলে সান্তনা দিলেন?
(ক) ভয় করো না, মেয়েটি মরেনি
(খ) ভয় করো না কেবল বিশ্বাস কর
(গ) ভয় করো না, মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে
(ঘ) ভয় করো না, মেয়েটি সুস্থ হয়ে যাবে

৫. যীশু কোন কোন শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে যায়ীরের গৃহে গেলেন?
(ক) আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন
(খ) পিতর, থোমা, মথি
(গ) পিতর যাকোব, আন্দ্রিয়
(ঘ) পিতর, যাকোব, যোহন

৬. কি বলে যীশু মেয়েটিকে জীবিত করলেন?
(ক) টালিথা কুমী (খ) ইফ্ফাতা
(গ) হেকনো উঠ (ঘ) বালিকা উঠ

৭. জীবিত হয়ে মেয়েটি কি করল?
(ক) হাসতে লাগল (খ) মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরল
(গ) উঠে বেড়াতে লাগল (ঘ) বলতে লাগল কেন এত লোক

৮. মেয়েটির বয়স কত ছিল?
(ক) দশ (খ) বার
(গ) পনের (ঘ) ষোল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. যীশু যখন নৌকায় করে নিরিবিলি জায়গায় এলেন তখন ভীড়ের মধ্যে কাদের দেখলেন এবং তাদের জন্য কি কি কাজ করলেন?
২. পাঁচ হাজার লোককে যীশু কিভাবে খাওয়ালেন-ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
৩. অন্ধ লোকদের সুস্থ করার পূর্বে তিনি কি কি আশ্চর্য কাজ করেন।
৪. কি কি কারণের জন্য যীশু অন্ধলোকদের সুস্থ করেন?
৫. কি ভাবে যীশু তাদের দৃষ্টিদান করেন?
৬. পক্ষাঘাত গ্রস্থ রোগীকে সুস্থ করার পেছনে কি কারণ ছিল? কেন যীশুর মমতা হল? রোগীকে তিনি কি বললেন?
৭. অধ্যাপক বা ধর্ম শিক্ষকেরা কি চিন্তা করছিলেন?
৮. যীশু তাদের কি উত্তর দিলেন?
৯. পক্ষাঘাতীকে সুস্থ দেখে আশেপাশের লোকেদের অবস্থা কি হলো এবং কি করলেন?
১০. যীশু যখন শমরীয়া ও গালীল প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথি মধ্যে কি ঘটনা ঘটল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
১১. এ ঘটনা মধ্য দিয়ে কি কি শিক্ষা লাভ করতে পারেন উল্লেখ করুন।
১২. শমরীয় সম্বন্ধে টীকা লিখুন।
১৩. যীশু দিকাপলি থেকে নদীর ওপারে গিয়ে কি দেখলেন? সমাজ অধ্যক্ষ কাকে কি বললেন?
১৪. যীশু যায়ীরের বাড়িতে যাবার পথে কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১৫. কিভাবে যীশু যায়ীরের কন্যাকে জীবিত করলেন ঘটনাটি ব্যাখ্যা করুন।